কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা।

স্মারকনং: ১২.১১.০০০০.০১২.৩৮.০০১.১৮/৭০৪(১৭)

তারিখ: ২৫/০২/২০২০

প্রাপক
অতিরিক্ত পরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
---------- অঞ্চল (সকল)।

বিষয় : 'জায়ান্ট মিলিবাগ' পোকা নিয়ন্ত্রনে করনীয়।

বিগত কয়েক বছর যাবৎ দেখা যাচ্ছে এ সময় সারাদেশের বিক্ষিপ্ত ভাবে বিশেষ করে ঢাকা জেলায় জায়ান্ট মিলিবাগ বিভিন্ন ফলজ ও বনজ গাছে ক্ষতিকারক পোকা হিসেবে আবির্ভূত হয়ে থাকে। জায়ান্ট মিলিবাগ বয়োঃপ্রাপ্ত হলে **মার্চ এর শেষ থেকে মে মাসের মধ্যে** মাটিতে নেমে আসে এবং ৫ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার মাটির নীচে ডিম পাড়ে। **নভেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসের মধ্যে** ডিম ফুটে নিম্ফ বের হয়ে হামাগুড়ি (crawl) দিয়ে গাছে উঠে এবং উদ্ভিদের কচিপাতা, ফলের বৃন্ত, ফল এবং উদ্ভিদের নরম অংশ থেকে রস শুষে খায়। বর্তমানে ঢাকা জেলার বিভিন্ন জায়গায় (মোহাম্মদপুর,মিরপুর,গুলশান,উত্তরা ও কামরাঙ্গীচর)এ পোকার আক্রমণ দেখা গেছে এবং প্রয়োজনীয় দমন ব্যবস্থাপনা নেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় জায়ান্ট মিলিবাগ দমনের জন্য কীটতত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর কর্তৃক প্রকাশিত পরামর্শ পত্রটি আপনার অঞ্চলাধীন সকল জেলা, উপজেলায় প্রেরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা হল।

(এ জেড এম ছাব্বির ইবনে জাহান)
পরিচালক
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
ফোন নংঃ ৯১৩১২৯৫

সংযুক্ত ঃ
১। জায়ান্ট মিলিবাগের আক্রমন ও তাদের প্রতিকার- ১ ফর্দ

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ
১। পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কৃষি সমপ্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ
১। উপপরিচালক, আইসিটি ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা, ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য।

জায়েন্ট মিলিবাগের আক্রমণ ও তাদের প্রতিকার

সম্প্রতি বাংলাদেশে জায়েন্ট মিলিবাগ বিভিন্ন ফলজ ও বনজ গাছে মারাত্মক ক্ষতিকারক পোকা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। এটি বিভিন্ন ফলজ উদ্ভিদ যেমন: কাঁঠাল, আম, লেবু, নারিকেল, পাহাড়ী তুলা এবং বনজ বৃক্ষ যেমন- রেইন ট্রি, কড়ই ইত্যাদি গাছে আক্রমণ করে থাকে।

ক্ষতির ধরণ

- এই পোকা গাছের বাড়ন্ত ডগা এবং মুকুল থেকে রস চুষে খায় এতে করে কচি ডগা ও মুকুল শুকিয়ে যায় ফলে ফল ধারণ করে না বা করলেও পরবর্তীতে ঝরে পড়ে। সাধারণত: এরা দলবদ্ধভাবে থাকে এবং ডগা ও মুকুলের বোটায় এমনভাবে গাদাগাদি করে থাকে যে আক্রান্ত ডগাটিই আর দেখতে পাওয়া যায় না।
- আক্রমণ মারাত্মক হলে এদের নি:সৃত মধুরসে স্যুটিমোল্ড রোগ হয় ফলে পাতা কালো হয়ে যায় এবং ঠিকমত খাদ্য তৈরী হয়না। আক্রান্ত গাছ অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির হয় এবং ফলন অত্যন্ত কমে যায়।
- এদের আক্রমণের ফলে ফসলের ক্ষতি ছাড়াও মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে জনমনে ভীতির সঞ্চার হওয়ার কোন কারণ নেই, কারণ এ পোকাটি অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির। মানুষের শরীরে ক্ষতিসাধিত হয় এরকম কোন উপাদান এ পোকাটির মধ্যে নেই।

বিভিন্ন ফসলে জায়েন্ট মিলিবাগের আক্রমণ

জীবন চক্র

- এদের জীবন চক্রে ৩টি ধাপ ডিম, অপ্রাপ্ত অবস্থা বা নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ রয়েছে। অপ্রাপ্ত অবস্থায় (নিম্ফ দশা) স্ত্রী পোকা ফসলের ক্ষতি করে থাকে।
- ডিম অবস্থায় প্রায় ৬ মাস এবং বাকী ৬ মাস (নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত) নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় সক্রীয় থাকে। মার্চ-এপ্রিল মাসে স্ত্রী পোকা গাছ থেকে নেমে মাটির ৫-১৫ সে:মি: গভীরতায় ৩০০-৫০০টি ডিম পাড়ে। অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ হতে ডিম ফুটে নিম্ফ বের হয়ে আসে এবং হেঁটে হেঁটে খাদ্যের সন্ধানে পোষক গাছে উঠতে শুরু করে।

স্ত্রী পোকা

ডিম

জায়েন্ট মিলিবাগ দমনের উপায়

সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ববর্তী বছরে আক্রান্ত গাছসমূহের আশপাশের জমি চাষ দিলে মাটিতে থাকা ডিমগুলো উপরে উঠে আসে ও বিনষ্ট হয়। তবে সাধারণত: আক্রমণের সময়ানুযায়ী নিমোক্ত ২টি পদ্ধতিতে এ পোকা দমন করা যায়:

১) নভেম্বর মাসে সদ্য ফোটা নিম্ফ ধ্বংস করা:

নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ হতেই নিম্ফসমূহ গাছ বেয়ে উপরে উঠে তাই সে সময় গাছের গোড়া হতে ১ মিটার উচুঁতে ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া পিচ্ছিল র‍্যাপিং টেপ দিয়ে কান্ডের চতুর্দিকে আবৃত করে দিলে এরা আর উঠতে পারে না এবং পিচ্ছিল টেপ এর নিচের অংশে জমা হয়। পরবর্তীতে জমাকৃত পোকার উপর সংস্পর্শ কীটনাশক যেমন: কার্বারিল (সেভিন) ৮৫ এসপি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৫-৬ দিন অন্তর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করলে এ পোকা সম্পূর্ণভাবে দমন করা যায়।

২) মার্চ- এপ্রিল মাসে পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী পোকা ধ্বংস করা:

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ হতেই গাছের গোড়ায় মাটি থেকে ১ মিটার উচুঁতে ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া পিচ্ছিল র‍্যাপিং টেপ গাছের চতুর্দিকে আবৃত করে দিলে এরা উপর থেকে নেমে আসতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং র‍্যাপিং টেপের উপরের অংশে জমা হয়। পরে জমাকৃত পোকার উপর জৈব বালাইনাশক পটাসিয়াম সল্ট অব ফ্যাটি এসিড (ফাইটোক্লিন, প্রতি লিটার পানিতে ৮-১০ মি:লি: হারে) বা সংস্পর্শ কীটনাশক ক্লোরপাইরিফস (প্রতি লিটার পানিতে ৩ মি:লি: হারে) বা কার্বারাইল (প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে) স্প্রে করে দমন করা যায়। গাছে আক্রমণকালীন যে কোন সময় উল্লেখিত জৈব বালাইনাশক দিয়ে পোকাটি দমন করা যায়।

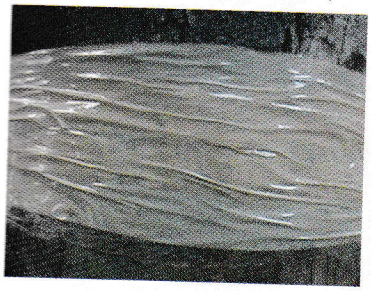

গাছের কান্ডে বাইন্ডিং টেপ

বাইন্ডিং টেপের নীচে জায়েন্ট মিলিবাগের নিম্ফ (নভেম্বর)

বাইন্ডিং টেপের উপর জায়েন্ট মিলিবাগের নিম্ফ (মার্চ-এপ্রিল)

বাইন্ডিং টেপের উপরে বা নীচে জমা মিলিবাগ স্প্রে করে দমন

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।
টেলিফোন: ০২- ৪৯২৭০১২৪, ৪৯২৭০১১৯; ফ্যাক্স: ৮৮-০২ ৪৯২৭০২০১, ইমেইল: cso.ento@bari.gov.bd

প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০১৮ খ্রি. (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)

অর্থায়নে: জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক বালাই ব্যবস্থাপনা প্রকল্প